ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, lectronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information torage and retrieval system, without the written permission of the publisher.

First Edition: March 2008

Supervised by:

Abdul Malik Mujahid

HEAD OFFICE

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A.Tel: 00966-1-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: darussalam@awalnet.net.sa, riyadh@dar-us-salam.com Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darusaalam Showrooms:
Riyadh
Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel 00966-1-4735220 Fax: 4735221
Suwallam branch: Tel & Fax-1-2860422

- **Jaddah**
  Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
- **Madluah**
  Tel: 00966-04- 8234446, 8230038
  Fax: 04-8151121
- **Al-Khobar**
  Tel: 00986-3-8692900 Fax: 8891551
- **Khamla Mushayt**
  Tel & Fax: 00966-072207055
- **Yanbu Al-Bahr** Tel: 0500887341 Fax: 04-3908027
- **Al-Buraida** Tel: 0503417156 Fax: 06-3696124

U.A.E
- **Daruaaalam, Sharjah U.A.E**
  Tel: 00971-6-5632823 Fax: 5832624
  Sharjah@dar-us-salam.com.

PAKISTAN
- **Darussalam,** 36 B Lower Mall, Lahore
  Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072
- **Rahman Market, Ghazni Streat,** Urdu Bazar Lahore
  Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703
- **Karachi,** Tel: 0092-21-4393936 Fax: 4393937
- **Islamabad,** Tel: 0092-51-2500237 Fax: 512281513

U.S.A
- **Darussalam, Houston**
  P.O Box: 79194 Tx 77279
  Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
  E-mail: houston @dar-us-salam com
- **Daruasalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn
  New York-11217, Tel: 001-718-625 5925
  Fax: 718-625 1511
  E-mail: darussalamny@hotmail.com

U.K
- **Daruaaalam International Publicatlona Ltd.**
  Leyton Business Centre
  Uuit-17, Elloe Road, Leytou, Londou, E10 7BT
  Tal: 0044 20 8539 4885 Fax:0044 20 8539 4889
  Website: www.darussalam.com
  Email: Info@darussalam.com
- **Darussalam International Publications Limited**
  Regents Park Mosque, 146 Park Road
  London NW8 7RG Tel: 0044- 207 725 2246
  Fax: 0044 20 8539 4889

AUSTRALIA
- **Darussalam**-153, Haldon St, Lakemba (Syduay)
  NSW 2195, Australia
  Tel. 0061-2-97407188 Fax: 0061-2-97407199
  Mobile: 0061-414560813 Ras: 0061-2-97560190
  Email: abumuaaz@hotamail.com

CANADA
- **Nasirudding Al-Khattab**
  2-3415 Dixie Rd, Unit # 505
  Mississauga
  Ontauo L4Y 4J6, Cauada
  Tel: 001-416-418 6619
- **Iaiamic Book Servica**
  2200 South Sheridau way Mississauga, On
  L5J 2M4
  Tel: 001-905-403-8406 Ext. 218 Fax: 905-8409

MALAYSIA
- **Darussalam**
  Int'l Publishing & Distribution SDN BHD
  D-2-12, Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa
  54200 Kuala Lumpur
  Tel: 03-42528200 Fax: 03-42529200
  Email: darussalam@streamyx.com
  Website: www.darussalam.com.my

FRANCE
- **Editions & Librairia Essalam**
  135, Bd de Ménilmontant- 75011 Paris
  Tél: 0033-01- 43 38 19 58/ 44 83
  Fax: 0033-01- 43 574 431
  E-mail: essalam@essalam com-

SINGAPORE
- **Muallm Converts Association of Singapore**
  32 Onan Road The Galaxy
  Singapora- 424484
  Tel: 0065-440 6924, 348 8344 Fax: 440 6724

SRI LANKA
- Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4
  Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713

INDIA
- **Islamic Books International**
  54, Tandel Street (North)
  Dongri, Mumbai 4000 09, INDIA
  Tel: 0091-22-2373 4180
  E-mail: ibi@irf.net

SOUTH AFRICA
- **Islamic Da'wah Movement (IDM)**
  48009 Qualbert 4078 Durban, South Africa
  Tal: 0027-31-304-6883 Fax: 0027-31-305-1292
  E-mail: idm@ion.co.za

صحيح البخاري

(باللغة البنغالية)

সহীহ আল-বুখারী

(প্রথম খণ্ড)

মূলঃ

হাফেয ইমাম শাইখ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যাঃ

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ (শাইখুল হাদীস)
মাদরাসাতুল হাদীস, ঢাকা

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ্
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।

© Maktaba Dar-us-Salam, 2008
King Fahd National Library Catalog-In-Publication Data
Bukhari, Muhammad bin Ismail
Sahih al-Bukhari/ Muhammad bin Ismail Bukhari-2008
1056 p, 14x21 cm
ISBN: 978-9960-59-618-1 (set)
978-9960-59-619-8 (1st Vol.)
1-Al-Hadith- Six books 2- Hadith 3-Title
235.1dc 1429 /1074
Legal Deposit no.1429 / 1074
ISBN: 978-9960-59-618-1 (set)
978-9960-59-619-8 (1st Vol.)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
অনুবাদকের আরয 37
প্রকাশকের আরয 38
ভূমিকা 41
হাদীসের তাৎপর্য 42
হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস 43
ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) 48
সহীহ বুখারী 52
ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা পরিচিতি ও মান নির্ণয় 53

প্রথম পর্ব
ওহীর প্রারম্ভ

অধ্যায়ঃ ১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যেভাবে ওহী শুরু হয় 59

দ্বিতীয় পর্ব
ঈমান

অধ্যায়ঃ ১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণীঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 81
অধ্যায়ঃ ২ দু'আর তাৎপর্য ঈমান হওয়া 84
অধ্যায়ঃ ৩ ঈমানের বিষয়সমূহ 85
অধ্যায়ঃ ৪ যার যবান ও হাত হতে মুসলমান সমাজ ------ প্রকৃত মুসলমান 87
অধ্যায়ঃ ৫ সর্বোত্তম ইসলাম কোন্‌টি? 87
অধ্যায়ঃ ৬ খাবার দান করা ইসলামের অঙ্গ 88
অধ্যায়ঃ ৭ নিজের পছন্দনীয় বস্তু মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা 89
অধ্যায়ঃ ৮ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত 89
অধ্যায়ঃ ৯ ঈমানের স্বাদ 90
অধ্যায়ঃ ১০ আনসারগণের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন 91
অধ্যায়ঃ ১১
অধ্যায়ঃ ১২ ফেতনা হতে দূরে অবস্থান দ্বীনের অঙ্গ 93
অধ্যায়ঃ ১৩ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণীঃ "আমি আল্লাহ সম্বন্ধে ----অধিক জ্ঞাত" 94
অধ্যায়ঃ ১৪ কুফরীতে ফিরে যাওয়া আগুনে -------- ঈমানের অঙ্গ হওয়া 95
অধ্যায়ঃ ১৫ আমলের ক্ষেত্রে মু'মিনগণের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব 95
অধ্যায়ঃ ১৬ লজ্জা-শরম ঈমানের অঙ্গ 97

অধ্যায়ঃ ৬২ মসজিদ নির্মাণ করা 406
অধ্যায়ঃ ৬৩ মসজিদ নির্মাণ কাজে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করা 408
অধ্যায়ঃ ৬৪ মিম্বর ও মসজিদের কাঠ প্রসঙ্গে মিস্ত্রী ও কারিগরের সাহায্য গ্রহণ করা..... 409
অধ্যায়ঃ ৬৫ মসজিদ নির্মাণের ফযীলত..... 410
অধ্যায়ঃ ৬৬ মসজিদের মধ্যে দিয়ে চলার সময় তীরের ফলা ধরে রাখা 411
অধ্যায়ঃ ৬৭ মসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা..... 411
অধ্যায়ঃ ৬৮ মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা..... 412
অধ্যায়ঃ ৬৯ মসজিদে বর্শা বল্লম নিয়ে খেলা করা..... 412
অধ্যায়ঃ ৭০ মসজিদের মিম্বরের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ করা..... 413
অধ্যায়ঃ ৭১ মসজিদের মধ্যে লেন-দেনের তাগাদা করা..... 415
অধ্যায়ঃ ৭২ মসজিদে ঝাড়ু দেয়া ------ ইত্যাদি কুড়িয়ে ফেলে দেয়া 415
অধ্যায়ঃ ৭৩ মসজিদে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা হারাম বলে ঘোষণা করা 416
অধ্যায়ঃ ৭৪ মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা 416
অধ্যায়ঃ ৭৫ কয়েদী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা..... 417
অধ্যায়ঃ ৭৬ ইসলাম গ্রহণ করলে গোসল করা ----------প্রদান করতেন..... 418
অধ্যায়ঃ ৭৭ রোগাক্রান্ত এবং অন্যান্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু তৈরী করা..... 419
অধ্যায়ঃ ৭৮ প্রয়োজনে মসজিদে উট বেঁধে রাখা 420
অধ্যায়ঃ ৭৯ মূলগ্রন্থে এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম উল্লেখিত হয়নি..... 420
অধ্যায়ঃ ৮০ মসজিদে দরজা জানালা রাখা..... 421
অধ্যায়ঃ ৮১ কাবা এবং অন্যান্য মসজিদে দরজা এবং জিঞ্জির রাখা..... 423
অধ্যায়ঃ ৮২ মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ করা..... 424
অধ্যায়ঃ ৮৩ মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা..... 425
অধ্যায়ঃ ৮৪ মসজিদে গোল হয়ে বসা 426
অধ্যায়ঃ ৮৫ মসজিদে চিত হয়ে শয়ন করা 427
অধ্যায়ঃ ৮৬ লোকদের ক্ষতি না করে রাস্তার উপর মসজিদ নির্মাণ ------কারণ নেই... 428
অধ্যায়ঃ ৮৭ বাজারের মসজিদে নামায আদায় করা 429
অধ্যায়ঃ ৮৮ মসজিদে কিংবা অন্যত্র আঙ্গুলের সাহায্যে পাঞ্জা কষা..... 430
অধ্যায়ঃ ৮৯ মদীনার পথে অবস্থিত মসজিদ এবং যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)
নামায আদায় করেছিলেন 432
অধ্যায়ঃ ৯০ ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্যে যথেষ্ট..... 437

অধ্যায়ঃ ৯১ মুসল্লী এবং সুতরার মধ্যে কতটা ব্যবধান থাকতে হবে 438
অধ্যায়ঃ ৯২ বল্লমের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা 439
অধ্যায়ঃ ৯৩ বর্শার দিকে মুখ করে নামায আদায় করা 439
অধ্যায়ঃ ৯৪ মক্কা এবং অন্যান্য স্থানে সুতরা ব্যবহার করা 440
অধ্যায়ঃ ৯৫ স্তম্ভের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা..... 440
অধ্যায়ঃ ৯৬ জামাআত ব্যতীত এককভাবে স্তম্ভের মধ্যখানে নামায আদায় করা..... 441
অধ্যায়ঃ ৯৭ এই অধ্যায়টি শিরোনাম বিহীন 442
অধ্যায়ঃ ৯৮ উট, বৃক্ষ ও হাওদার দিকে মুখ করে নামায আদায় করা..... 443
অধ্যায়ঃ ৯৯ খাট ও চৌকির দিকে মুখ করে নামায আদায় করা..... 443
অধ্যায়ঃ ১০০ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া..... 444
অধ্যায়ঃ ১০১ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীর অপরাধ 445
অধ্যায়ঃ ১০২ নামাযে সাথী কিংবা অন্য কারও দিকে মুখ করা 446
অধ্যায়ঃ ১০৩ নিদ্রিত ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় করা 447
অধ্যায়ঃ ১০৪ মহিলার পিছনে নফল নামায আদায় করা 447
অধ্যায়ঃ ১০৫ কোন কিছু নামাযকে নষ্ট করতে পারে না বলে মন্তব্য করা 447
অধ্যায়ঃ ১০৬ নামাযে ছোট বালিকাকে গর্দানে তুলে নেয়া 449
অধ্যায়ঃ ১০৭ শায়িতা ঋতুবতী মহিলার বিছানার দিকে মুখ করে নামায আদায় করা ... 449
অধ্যায়ঃ ১০৮ সিজদার সময় স্ত্রীকে খোঁচা দেয়া..... 450
অধ্যায়ঃ ১০৯ মুসল্লীর শরীর হতে মহিলার অপবিত্রতা দূর করা 450

নবম পর্ব

নামাযের সময়

অধ্যায়ঃ ১ নামাযের সময় এবং তার ফযীলত..... 452
অধ্যায়ঃ ২
অধ্যায়ঃ ৩ নামায প্রতিষ্ঠার উপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা 455
অধ্যায়ঃ ৪ নামায পাপরাশির কাফফারা হওয়া 456
অধ্যায়ঃ ৫ যথা সময়ে নামায সম্পাদনের ফযীলত..... 458
অধ্যায়ঃ ৬ পাঁচ ওয়াক্ত নামায গোনাহ সমূহের কাফফারা হওয়া..... 459
অধ্যায়ঃ ৭ যথা সময়ে নামায সম্পাদন করা 460
অধ্যায়ঃ ৮ মুসল্লী তার প্রতিপালকের সাথে গোপনে আলাপরত থাকে 461
অধ্যায়ঃ ৯ প্রচন্ড গরমে যোহরের নামায বিলম্বিত করা উত্তম 462
অধ্যায়ঃ ১০ সফরে যোহরের নামায বিলম্ব করে ঠান্ডায় আদায় করা..... 465

অধ্যায়ঃ ৮৩ আত্মহত্যাকারী 1032
অধ্যায়ঃ ৮৪ মুনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়া এবং মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা অপছন্দনীয়..... 1033
অধ্যায়ঃ ৮৫ জনগণের মুখে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা..... 1035
অধ্যায়ঃ ৮৬ কবরের আযাব 1037
অধ্যায়ঃ ৮৭ কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা..... 1040
অধ্যায়ঃ ৮৮ গীবত ও পেশাব হতে অসাবধানতার কারণে কবরে আযাব হওয়া..... 1041
অধ্যায়ঃ ৮৯ সকাল-সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তিকে তার বাসস্থান প্রদর্শন 1042
অধ্যায়ঃ ৯০ জানাযার সময় কিংবা পরে মৃতব্যক্তির কথা বলা 1043
অধ্যায়ঃ ৯১ মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মৃত সন্তান-সন্ততি----যা বলা হয়েছে..... 1044
অধ্যায়ঃ ৯২ মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মৃত সন্তান-সন্ততি-----যা বলা হয়েছে 1045
অধ্যায়ঃ ৯৩ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম নেই..... 1046
অধ্যায়ঃ ৯৪ সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করা..... 1050
অধ্যায়ঃ ৯৫ আকস্মিক মৃত্যু 1051
অধ্যায়ঃ ৯৬ রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবূ বকর (ﷺ) এবং উমর (ﷺ)-এর কবর..... 1051
অধ্যায়ঃ ৯৭ মৃতদেরকে গালমন্দ করা নিষেধ..... 1056
অধ্যায়ঃ ৯৮ মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়সমূহ আলোচনা করা..... 1056

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

অনুবাদকের আরয

বাংলা ভাষায় হাদীসের চর্চা অত্যন্ত সীমিত। সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থের দু'একটি অনুবাদ প্রকাশিত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থাবলীতে হাদীসের যথাযথ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়নি। আর কিছু কিছু ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলেও হাদীসের ভিত্তিতে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সে জন্য বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের অবলম্বনযোগ্য ব্যাখ্যা সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের ভাষাকে সহজ ও প্রাঞ্জল করার সাথে সাথে মূল আরবীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অনুবাদ গ্রন্থে মূল আরবী হাদীসসমূহের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়নি হুবহু যথাযথভাবে সনদ সহকারে রাখা হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ভাষ্য গ্রন্থ ইবনে হাজার আসকালানী বিরচিত ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থ **"ফতহুলবারী"** অনুসরণে হাদীসসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রণীত শিরোনামসমূহ আরবী সংকলন করে তার অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। অনুবাদে বর্ণনাকারীদের দীর্ঘ সিলসিলা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শেষ বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের অনুবাদের পর পরই প্রয়োজন ক্ষেত্রে আকীদা ও আমল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "সহীহ আল-বুখারী", উর্দু ভাষায় অনুদিত "তাইসীরুল বারী", দারুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত "মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী"-এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। আর যাঁরা আমাকে এই অনুবাদ কাজে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে শেখ মুহাম্মাদ মনসূরুল হক এবং তাওহীদ ট্রাষ্টের মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, যাঁরা আমাকে সদা-সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, নতুবা আমার পক্ষে এতো বড় একটি কাজ সহজ সাধ্য হতো না। আল্লাহ তায়ালা এটাকে তাদের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন এবং যাঁরা এর প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত তাঁদের জন্যও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটাকে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, পাঠক সমাজের নিকট অনুরোধ কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব। পাঠক সমাজ মুক্ত মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে হাদীস অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করবেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস বুঝার ও যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
অনুবাদক

প্রকাশকের আরয

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির হেদায়েত ও কল্যাণের নিমিত্তে। দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর বর্ষিত হোক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হুকুম আহকাম মুসলমানদের উপর ফরয করে দেয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রেরিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ও হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধ ও ফরয করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (سورة الحشر: ٧)

অর্থঃ "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো।" (সূরা হাশরঃ ৭)

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরোও বলেনঃ

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (سورة النساء: ٦٥)

অর্থঃ "অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নিবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।" (সূরা নিসাঃ ৬৫)

হাদীসে এসেছেঃ

"تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي".

অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি দু'টি জিনিস যতক্ষণ তোমরা ঐ দু'টি জিনিসকে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একটি হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হচ্ছে আমার সুন্নাত।

"نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ".

অর্থাৎ আল্লাহ ঐ সব লোকের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করবেন যারা আমার কথা শুনে মুখস্ত করে কিংবা স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে এবং অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। জ্ঞানের বহু বাহকই প্রকৃত জ্ঞানী নহে তার জ্ঞানের অনেক বাহক তা এমন ব্যক্তির নিকটে পৌঁছিয়ে দেয় যে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম আহকাম মানা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করাই আল্লাহর অনুসরণ। যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তবে দেখতে পাব যে, কুরআন এবং হাদীস মিলেই দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে। আমরা যদি পৃথক পৃথক ভাবে দেখি অর্থাৎ কুরআনকে মানি এবং হাদীসকে ছেড়ে দেই অথবা হাদীসকে মানি এবং কুরআনকে ছেড়ে দেই তবে আমরা সিরাতে মুসতাকিম থেকে বহু দূরে সরে যাব।

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো গোমরাহী ফেরকা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হলো তারা কুরআনকে হাদীস থেকে এবং হাদীসকে কুরআন থেকে পৃথক করতে চেয়েছে।

এই বাংলা "সহীহ আল-বুখারী" দারুসসালাম আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। এ মহৎ কাজে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ শাইখুল হাদীস মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ তিনি তাঁর বাংলা ভাষায় অনুদিত সহীহ আল-বুখারী দিয়ে আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

বাংলা ভাষায় সহীহ আল-বুখারীর নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থখানা বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পারায় আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রকাশনা পরিষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পরিমার্জিত ও সংশোধিতরূপে সত্বর-এর প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান, আজমল হুসাইন, হাবিবুর রহমান, মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন, বর্ণবিন্যাসকারী ও ডিজাইনার জনাব আব্দুল্লাহসহ যাঁরা এ প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

৩৬। মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বা জাল হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৭। মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

৩৮। মুবহামঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তম রূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তাব হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯। মুআল্লালঃ যে হাদীসের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পাবে না, একমাত্র সুনিপণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এই প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। 'ইল্লত' হাদীসের পক্ষে মারাত্মক দোষ, এমনকি 'ইল্লত' যুক্ত হাদীস সহীহ হতে পারে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু

١ - [كِتَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ]

প্রথম পর্ব

ওহীর প্রারম্ভ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى آمِين - :

শায়খ ইমাম হাফেজ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ [illegible] ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা [illegible]-বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ

(١) [بَابٌ] : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

অধ্যায় –১

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যেভাবে ওহী শুরু হয়

[illegible] মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣].

[illegible] আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ [illegible] যেমন নূহ এবং তাঁর পরবর্তী [illegible] নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম।" [illegible]: ১৬৩)

[illegible] ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা গ্রন্থ রচনা [illegible] করেছেন। অথচ হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের [illegible] আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) না করা হলে সেই কাজের পরিণতি মঙ্গলজনক হয় [illegible] তাতে বরকত হয় না।

[illegible] বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ এই জাতীয় হাদীসগুলি গ্রন্থকারের শর্তসম্মত [illegible] তিনি আল্লাহর প্রশংসা এ প্রসঙ্গে লিখিতভাবে প্রকাশ না করে থাকলেও [illegible] করে থাকবেন। এরূপও বলা যেতে পাবে যে, সুন্নত নিয়ম অনুযায়ী

বক্তৃতা-ভাষণের শুরুতে 'আলহামদু লিল্লাহ' আর চিঠি-পত্র ইত্যাদি লেখার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ও লিখতে হয়। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুতবা 'আলহামদু লিল্লাহ' দ্বারা এবং চিঠি-পত্র ইত্যাদি লেখা বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হত। সেই সুন্নতের অনুসরণে গ্রন্থকার 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা তাঁর গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন। আরও বলা যেতে পারে যে, কুরআন যখন প্রথম নাযিল হয়, তখন কুরআনের বাহক নবী মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহর নামে পাঠ বা আবৃত্তি করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু করার মাধ্যমে গ্রন্থকারের সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। সবদিক বিবেচনা করে দেখলে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্র প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন বলে বুঝা যায়।

আভিধানিক অর্থে গোপনে কোন কিছু অবহিত করাকে ওহী বলা হয়। লেখা, লিখিত বস্তু, উত্থান, আদেশ, প্রত্যাদেশ, ইশারা-ইঙ্গিত এবং পর পর শব্দ করাকেও ওহী বলা হয়। কেউ কেউ বলেনঃ ওহীর আসল তাৎপর্য হচ্ছে বুঝিয়ে বলা। কথা, চিঠি লেখা কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত এ সব কিছুই ওহীর পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের পরিভাষায় ওহীর তাৎপর্য হচ্ছে– শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত করা। এ ক্ষেত্রে ওহী বলতে আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাই বুঝানো হচ্ছে। নবী রাসূলগণের নিকট প্রথম অবস্থায় স্বপ্নযোগে ওহী করা হত। এর ফলে তাঁদের অন্তরগুলো ওহী বহনে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হয়ে উঠলে পরবর্তীতে জাগ্রত অবস্থায় ওহী নাযিল হতে থাকে।

١ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ [عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ] قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا

১। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইছী বলেনঃ আমি উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় কর্মের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই পায়। অতএব যার হিজরত হয়েছে দুনিয়া হাসিল করা কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [انظر: ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣]

ব্যাখ্যাঃ ইমাম নববী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ নিয়ত বলতে অন্তরের সংকল্পকে বুঝায়। অন্তরের দৃঢ় সংকল্পই নিয়ত; কিন্তু কিরমানী বলেন, "দৃঢ়তা" নিয়তের শর্ত নয়। এটি একটি অতিরিক্ত বিশেষণ যা নিয়ত শব্দটির পূর্বে যোগ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেনঃ ফকীহগণের মধ্যে নিয়ত সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। এটা কি রুকন, না শর্ত? মোটকথা এই যে, কাজের প্রারম্ভে নিয়ত করা রুকন আর কাজের মধ্যে নিয়ত করা জরুরী। নিয়তের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোন সংকল্প থাকতে পারবে না। এটা নিয়তের একটি প্রধান শর্ত।

কোন কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে নিয়ত করা অপরিহার্য। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে কাজ করার সংকল্পকে নিয়ত বলা হয়। সৎকাজ করে পুণ্য লাভ করতে হলে তার উদ্দেশ্যও সৎ হতে হবে। কাজের শুভ পরিণতি লাভের জন্য ভাল নিযত বা সৎ উদ্দেশ্য একান্ত অপরিহার্য। যথাযথ নিয়ত বা সংকল্প ব্যাতিরেকে আমল সঠিক, পরিপূর্ণ ও পুণ্যবহ হতে পারে না।

হিজরত অর্থ পরিত্যাগ কবা। এক বস্তু হতে অন্য বস্তুর দিকে প্রস্থান করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করাকে হিজরত বলে। ইসলামী শরীয়তে দুভাবে হিজরত হতে পারে। (১) ভয়-ভীতিপূর্ণ ভূখন্ড হতে হিজরত করে শান্তিপূর্ণ ভূখন্ডে চলে যাওয়া। যেমনঃ ইসলামের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতিক্রমে কিছু সংখ্যক সাহাবী মক্কাবাসীদের অত্যাচারের কবলে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ ভূখন্ড হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এমনিভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আল্লাহর নির্দেশক্রমে মক্কা হতে সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় হিজরত করেছিলেন। (২) যে ভূখন্ডে কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী সেই ভূখন্ডে অবস্থান করে ঈমান রক্ষা করা অসম্ভব হলে মু'মিনদের প্রভাবিত অন্য ভূখন্ডে হিজরত করে চলে যাওয়াই একান্ত যুক্তিযুক্ত। এই জাতীয় হিজরতের প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে।

এই হাদীসটি মুহাজিরে উম্মে কায়েসের হাদীস নামে মুহাদ্দিস মহলে পরিচিত। এর সারমর্ম এই যে, উম্মে কায়েস নাম্নী এক মহিলার নিকট এক ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে ঐ ব্যক্তির হিজরত না করা পর্যন্ত তার সাথে বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কালে সেই ব্যক্তি উম্মে কায়েসকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে মদীনায় আগমনপূর্বক তার সাথে দাম্পত্য প্রণয় স্থাপন করে। এই লোকটিকে মুহাজিরে উম্মে কায়েস নামে অভিহিত করা হয়।

এ হাদীসটি সালেহ বিন কায়সান, ইউনুস এবং মা'মার ইমাম যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) এ হাদীস দ্বারা অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন। তিনি অধ্যায়টির সূচনা করেছিলেন ঐ হাদীসটির মাধ্যমে যাতে রয়েছে- "যাবতীয় কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" তিনি যেন অধ্যায়ের সর্বশেষ হাদীসটিতেও এটাই বলতে চেয়েছেন যে, নিয়ত সত্য ও সঠিক হলে সার্বিকভাবেই উপকার লাভ করা যায়, অন্যথায় ক্ষতি সুনিশ্চিত। অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তিতে হাদীস সংকলনের যে পাণ্ডিত্য গ্রন্থাকর প্রদর্শন করেছেন তাতে আলেমগণের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে। ওহীর প্রারম্ভ পর্বে আবূ সুফিয়ান কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সংকলনের সামঞ্জস্য বিধানে আমরা বলব- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যখন প্রথমে ওহী হয় সে সময় ওহীর প্রথম অবস্থায় বিশ্ববাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল এই সুদীর্ঘ হাদীসে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। আর অধ্যায়ের সূচনায় সংকলিত ওহী সম্পর্কিত আয়াতের বক্তব্য এবং অধ্যায়ের উপসংহারে সংকলিত হাদীসে সম্রাট হিরাকলের নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পত্রের শেষপ্রান্তে উদ্ধৃত আয়াতের বক্তব্য অভিন্ন হিসাবে অধ্যায়ের সাথে তার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু

٢ - كتاب الإيمان

দ্বিতীয় পর্ব

ঈমান

অধ্যায়– ১

(١) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণীঃ

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

وَهُوَ: قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ،

ঈমান হচ্ছে দ্বীন ইসলামের প্রতি মুখের স্বীকৃতি এবং সেই মত কাজ করার নাম। এবং ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস ও হয়।

ব্যাখ্যাঃ আভিধানিক অর্থে সত্য বলে জানাকে ঈমান বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য বহন করে এনেছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া। প্রাচীন যুগের বিদ্যানগণের বক্তব্য অনুসারে অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তি ও অবশ্য পালনীয় কার্যাদি বাস্তবায়নের সমষ্টির নাম ঈমান। তাঁদের মতে, ঈমান সঠিক ও বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করার জন্য আমল অপরিহার্য। ঈমানের পূর্ণতা আমলের উপর নির্ভরশীল।

ঈমান বাড়ে ও কমে। এই মত সম্বলিত ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) এই বক্তব্যের সমর্থনে এবং তার প্রমাণ পেশ করতে যেয়ে তিনি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস এবং কয়েকজন মনীষীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। ঈমান এবং আমল দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হলেও উভয়ই মূলতঃ এক ও অভিন্ন এবং উভয়ই পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত বলে তিনি প্রমাণ করেছেন। আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিকে যেমন ঈমান বলে, তেমনি সেই মত কাজ করাকেও ঈমান বলে। কাজেই আমলের প্রাচুর্য ঈমানের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ারই নামান্তর বলে তিনি প্রমাণ করেছেন।

পক্ষান্তরে আমলের স্বল্পতা স্বাভাবিকভাবেই ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তি প্রমাণ করে। ইমাম আবূ হানিফা (রাহেমাহুল্লাহ) ব্যতীত অন্যান্য বিশিষ্ট ইমামগণের এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)-এর সাথে মতৈক্য রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِيَزْدَادُوٓا إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ﴾ [الفتح:٤]

অর্থঃ "তারা যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরও বাড়াতে পারে।"(সূরা ফাত্হঃ৪)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى﴾ [الكهف:١٣]

অর্থঃ "আমি তাদের হেদায়েত (ঈমান) বৃদ্ধি করেছি।" (সূরা কাহাফঃ ১৩)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى﴾ [مريم:٧٦]

অর্থঃ "আর যারা সৎপথে চলে তাদের হেদায়েত (ঈমান) আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দেন।" (সূরা মারইয়ামঃ ৭৬)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ﴾ [محمد:١٧]

অর্থঃ "যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি দান করেন।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৭)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا﴾ [المدثر:٣١]

অর্থঃ "আর মু'মিনদের ঈমান বর্ধিত হয়।" (সূরা মুদ্দাস্সিরঃ ৩১)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

وَقَوْلُهُ:

﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾ [التوبة:١٢٤]

অর্থঃ "এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? যারা মু'মিন হয়েছে তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে।" (সূরা তাওবাঃ ১২৪)

আল্লাহ আরও বলেনঃ

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا﴾ [آل عمران:١٧٣]

অর্থঃ "সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এটা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৩)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٢٢]

অর্থঃ "আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।" (সূরা আহযাবঃ ২২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى﴾ [البقرة:٢٦٠] وَقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿شَرَعَ لَكُم﴾ [الشورى:١٣] أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة:٤٨] سَبِيلًا وَسُنَّةً.

অর্থঃ "আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্যই শত্রুতা ঈমানের অংশ বিশেষ।"

উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহেমাহুল্লাহ) খিলাফায় নিয়োজিত তাঁর কর্মচারী আদী ইবনে আদীকে লিখে পাঠালেন যে, ঈমানের কতগুলো অবশ্য করণীয় 'আমল, বিধি-বিধান, নির্দিষ্ট সীমা ও সুন্নাত (নিয়ম) রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করে না তার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। আমি জীবিত থাকলে তোমাদেরকে তোমাদের আমল করার জন্য সেগুলো শীঘ্রই বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলে দিব। আর যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে তা বর্ণনা করতে পারব না। অবশ্য তোমাদের সাহচার্যে থাকতে আমার [illegible] কোনোকাও নেই।

[illegible] (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ

[illegible] "তবে এটা কেবল আমার মনের [illegible] জন্য।" (সূরা বাকারাঃ ২৬০)

[illegible] (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের [illegible] বসুন, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান পোষণ [illegible]

[illegible] (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ঈমান [illegible] ইয়াক্বীনের নামান্তর।

[illegible] উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, [illegible] সংশয় সৃষ্টি করে তা পরিত্যাগ না [illegible] বান্দা আসল তাকওয়া (ঈমান) [illegible] পারে না।

[illegible] বলেনঃ

অর্থঃ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সেই দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (আলাইহিস সালাম) কে ..." (সূরা শূরাঃ ১৩)

এর তাৎপর্য হচ্ছে- হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে এবং নূহকে একই দ্বীনের নির্দেশ দিয়েছি।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

অর্থঃ "আইন ও স্পষ্ট পথ।" (সূরা মায়িদাঃ ৪৮) চলার পথ ও রীতি-নীতি।

অধ্যায় – ২

দু'আর তাৎপর্য ঈমান হওয়া

(٢) [بابٌ] : دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ،

মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ٧٧]

অর্থঃ বলঃ তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তিনি তোমাদেরকে পরওয়া করেন না।

وَمَعْنَى الدُّعَاءِ فِي اللُّغَةِ: الْإِيمَانُ

٨ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

৮। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা পালন করা।

অধ্যায় – ৩

ঈমানের বিষয়সমূহ

(٣) بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ،

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الْآيَةَ [المؤمنون: ١]

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে কোনই পুণ্য নেই, বরং পুণ্য হচ্ছে- যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল দিবস, ফেরেশতা, কিতাব এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে আর আল্লাহর ভালোবাসার খাতিরে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও প্রার্থীদেরকে এবং দাস-মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যয় করে, আর নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, ওয়াদা করলে তা পালন করে এবং দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। এ সমস্ত লোকই সত্য পথে এবং এরাই মুত্তাকী।" (সূরা বাকারাঃ ১৭৭)

নিশ্চিতরূপে সফলকাম হয়েছে– মু'মিনরা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে দূরে থাকে; যারা যাকাত আদায় করে থাকে; যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে; তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না করলে তিরস্কৃত হবে না। কেহ এই ব্যতীত অন্য পথ কামনা করবে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তাদের নামাযসমূহের হেফাযত করে।" (সূরা মু'মিনুনঃ ১-৯)

ঈমানের বিষয় সম্বলিত এই অধ্যায়ের সাথে উল্লেখিত আয়াতসমূহের সম্পর্ক এবং এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসও উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহাবী আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈমানের বিষয়াদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি